পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফাদাতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

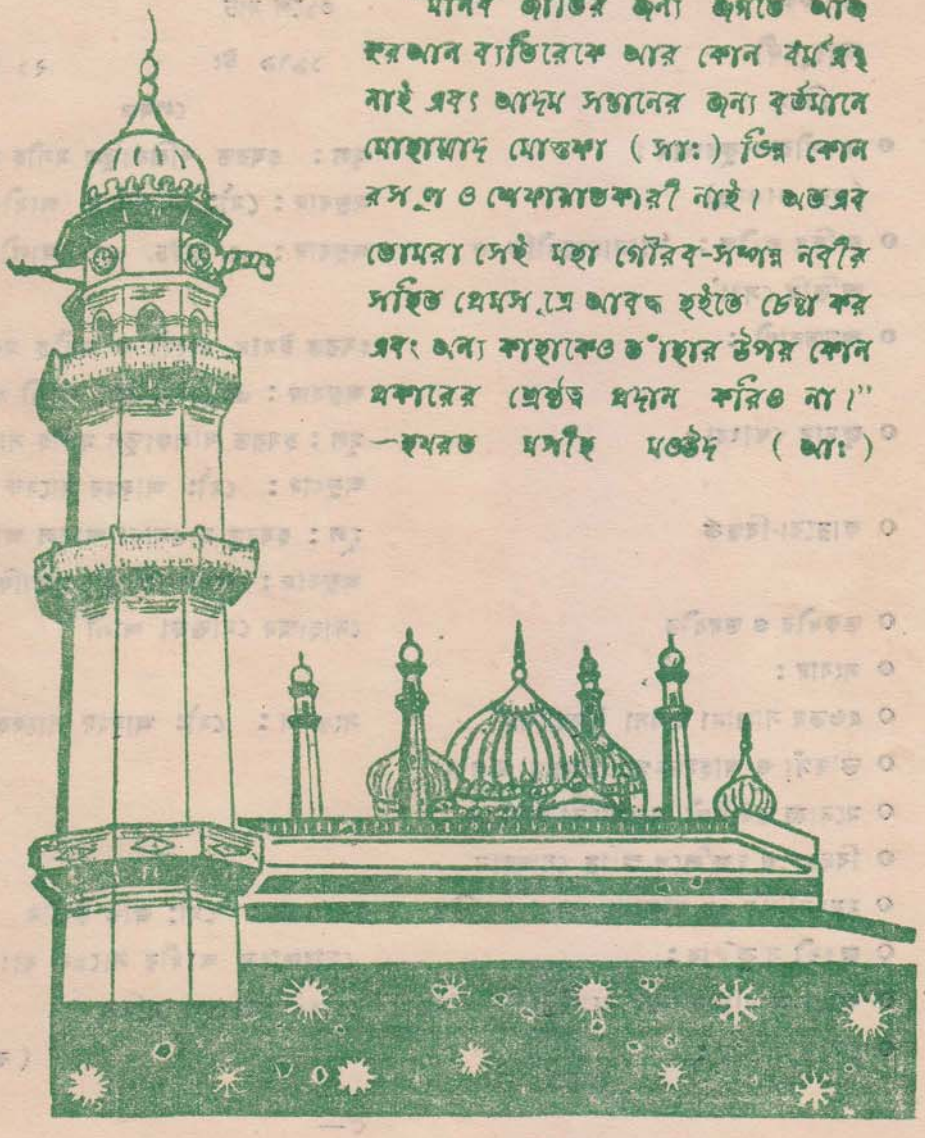

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ২১ ও ২২ শ সংখ্যা

১৭ই চৈত্র, ১৩৮৫ বাংলা : ৩১শে মার্চ, ১৯৭৯ ইং : ২রা জমাদিউল আউয়াল, ১৩৯৯ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫··· টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩১শে মার্চ ১৯৭৯ ইং | ৩২শ বর্ষ ২১ ও ২২শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০ তফসীরুল-কুরআন : (সূরা কাওসর)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'পানাহারনীতি ও অতিথি সেবা'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
০ অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৬
০ জুমার খোৎবা :	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮
০ কায়রো-বিতর্ক	মূল : হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্দরী অনুবাদ : অধ্যাপক শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান	১০
০ তকদীর ও তদবীর	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১২
০ সংবাদ :		
০ ৫৬তম সালানা জলসা উদ্‌যাপিত	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৫
০ ভাঙ্গা ও আহমদনগরে সালানা জলসা		
০ মনোজ্ঞ তবলিগী আলোচনা অনুষ্ঠান		
০ বিদায় ও মজলিসে শুরায় যোগদান		
০ ময়মনসিংহ ৩য় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত	সংকলন : মোঃ জকি উদ্দীন	২০
০ জরুরী সার্কুলার :	মোহ্‌তারম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ	২১
০ আহা আমাদের প্রিয় ব্যারিষ্টার (কবিতা)	চৌধুরী আবদুল মতিন	২২
০ শোক সংবাদ :		(কভার পেজ)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২ বর্ষ : ২১ ও ২২শ সংখ্যা

১৭ই চৈত্র, ১৩৮৫ বাংলা : ৩১শে মার্চ, ১৯৭৯ ইং : ২রা জমাদিউল আউয়াল ১৩৯৯ হিজরী

'তফসীরে কোরআন'—

সূরা কাওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মোঃ মোহাম্মদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

رجل 'রাজুলুন' শব্দের অর্থ হইল সাবালক যুবক। সুতরাং ما كان محمد ابا احد من رجالكم আয়াতের অর্থ হইবে, "আঁ-হযরত (সাঃ) তোমাদের মধ্যে কোন সাবালক যুবকের পিতা নহেন।" এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কোন যৌবন-প্রাপ্ত পুত্র হইবে না। বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার কোন পুত্র কোন সময়েই যৌবনকাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকেন নাই। তাঁহার তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর গর্ভে কাসেম এবং আব্দুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওত লাভের পূর্বে কাসেমের জন্ম হয় এবং এই সূত্রে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে লোকে আবুল কাসেম বা কাসেমের পিতা বলিয়া ডাকিতেন। তিনি ৭/৮ বৎসর বয়সে মারা যান। আব্দুল্লাহর আরও দুই নাম ছিল—যথা, তৈয়েব ও তাহের। তিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওত লাভের পর জন্মগ্রহণ করেন এবং তিন বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। তৃতীয় পুত্র ইব্রাহীম ৮ম হিজরীতে হযরত মারীয়া কিবতীয়া (রাঃ)-এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি দুই বৎসর বয়সে মারা যান। সুতরাং কোন সময়েই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কোন যুবক পুত্র বর্তমান ছিলেন না। আরবেরা পালক পুত্রকে ঔরসজাত পুত্রের মর্যাদা দিত। আলোচ্য আয়াত দ্বারা এই প্রথাকে রদ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে মানুষের মনে এক নূতন সন্দেহের উদ্রেক হইল। যদি আয়াতটি এরূপ হইত যে ليس محمد ابا احد من رجالكم অর্থাৎ "আঁ-হযরত (সাঃ) তোমাদের বর্তমান পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নহেন", তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার যুবক পুত্রের সম্ভাবনা থাকিত। কারণ ليس শব্দ বর্তমানে না থাকাকে বুঝায়। কিন্তু ما كان পদদ্বয় ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান, তিন কালের কোন কালেই না থাকাকে বুঝায়। ইহাতে ان شانئك هو الابتر অর্থাৎ, "নিশ্চয় তোমার দুশমনগণ অপুত্রক" আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী রদ হইয়া যায়।

আলোচ্য আয়াত ৪র্থ হিজরীতে নাযেল হয় এবং ৮ম হিজরীতে হযরত ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করেন এবং দশম হিজরীতে মারা যান। ইহাতে দুশমনগণের বিবিধ প্রকার আনন্দ লাভ হইল। প্রথম আনন্দ তাহারা আঁ-হযরত (সাঃ)কে পূর্ব হইতে অপুত্রক আখ্যা দিয়া লাভ করিয়া আসিতেছিল। ষোল বৎসর যাবৎ আঁ-হযরত (সাঃ) অপুত্রক থাকার পর এই আয়াত নাযেল হয়। এখন তাহারা আনন্দিত হইল যে তিনি নিরাশ হইয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে তাঁহার কোনো পুত্র নাই। অতঃপর ৮ম হিজরীতে ইব্রাহীমের জন্মলাভ দেখিয়া তাহারা আনন্দিত হইল যে তাঁহার পুত্র হওয়ায় তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। দুশমনগণের আনন্দের জবাবে কোন সাহাবী উক্ত আয়াতের সমর্থনে এ কথা বলিতে পারিতেন না যে, ইব্রাহীম অল্প বয়সে মারা যাইবে। কিন্তু দশম হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হইলে দুশমনগণের সকল আনন্দ নিভিয়া গেল এবং আয়াত মধ্যস্থিত ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল। পর পর অবস্থার পরিবর্তন দুশমনগণকে বিভ্রান্ত করিয়া ও তাহাদের আনন্দের স্বরূপকে বার বার বদলাইয়া তাহাদিগকে কথার ফেরে ফেলিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাহার দেওয়া আখ্যা ও অপবাদকে খণ্ডন করিয়া ফেলিল।

এতদ্ব্যতিরেকে আলোচ্য আয়াতে আঁ-হযরত (সাঃ) কোন পুরুষের পিতা নহেন বলায় যে প্রশ্ন ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়, উহার খণ্ডন ولكن رسول الله وخاتم النبيين আয়াতে দেওয়া হইয়াছে। 'লা-কিন' সব সময়ে পূর্ব কথিত বক্তব্যের মধ্যে ত্রুটি বা দোষ খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য সুরায় আল্লাহ্-তায়ালা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে পরম কল্যাণকর পুত্র দানের ওয়াদা দিয়া ও দুশমনগণকে অপুত্রক ঘোষণা করিয়া কোন কালেই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যুবক পুত্র না থাকার সংবাদ দিয়াছেন। শেষোক্ত সংবাদ প্রথমোক্ত দুইটি সুসংবাদের ঘোষণাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। শেষোক্ত সংবাদ ব্যাপারটিকে জটিল ও প্রহেলিকাপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। কারণ পরম কল্যাণকর পুত্রলাভের ওয়াদার পর কোন সময়ে কোন পুত্র না থাকিলে, আঁ-হযরত (সাঃ) নউযু বিল্লাহ মিথ্যাবাদী হইয়া যান। আয়াত—ولكن الرسول الله و خاتم النبيين "বরং তিনি আল্লাহর রসুল এবং খাতামান্নবীয়ীন"—আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সত্যতার সম্বন্ধে সন্দেহ এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অপুত্রক আখ্যার খণ্ডন করিয়া দিয়াছে। তিনি আল্লাহর রসুল। সুতরাং তিনি মিথ্যাবাদী নহেন। তাঁহার রেসালত একটি বা দুইটি নহে, বরং অসংখ্য দলীল প্রমাণে সাব্যস্ত। পবিত্র কুরআন এবং তওরাত ও ইঞ্জিল তাঁহার সত্যতার ভূরী ভূরী প্রমাণ দিতেছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোওয়া তাঁহার সত্যতাকে সাব্যস্ত করিতেছে। যে রমীয়া, হিযকিল ইত্যাদি নবীগণও তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। সে সবলই তাঁহার মধ্যে পূর্ণ হইয়াছে। কোন সময়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে সন্দেহ বোধ হইল, অপরাপর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাকে কিভাবে অস্বীকার করা যাইবে? পূর্ণ আলোকোজ্জ্বল বেলা দ্বিপ্রহরে কেহ পক্ষগ্রস্থ হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিলে রাত্রি হওয়ার প্রমাণ হয় না। কারণ কর্মমুখর দিবস তাহার চতুর্দিকে পূর্ণ সমারোহে বিরাজমান। অনুরূপভাবে আঁ-হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী সন্দেহযুক্ত মনে হইলে, তাঁহার সত্যতা বাতিল হয় না। উহোদের যুদ্ধে যখন আঁ-হযরত (সাঃ) কতল

হইয়াছেন বলিয়া রাষ্ট হইয়া পড়িল, এবং কয়েকজন সাহাবা নিরাশ হইয়া বসিয়া পড়েন, তখন এই আয়াত নাযেল হয়:

ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم -

"মোহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রসুল ব্যতিরেকে কিছুই নহেন। তাঁহার পূর্ববর্তী রসুলগণ মরিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি যদি মারা যান বা কাতল হন, তাহা হইলে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে?" [সুরা আলে এমরান—১৫ রুকু] কোন নবী না মরা বা কাতল না হওয়া তাঁহার নবুওতের সত্যতার জন্য জরুরী নহে। এরূপ হইলে কোন নবীর নবুওত সাব্যস্ত হয় না। কারণ তাঁহারা সকলেই মরিয়াছেন। আঁ-হযরত (সা:) সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা কুরআন মজিদে অন্যত্র বলিয়াছেন: والله يعصمك من الناس "এবং আল্লাহ্ তোমাকে জনগণের হাত হইতে রক্ষা করিবেন" এই ওয়াদার খেলাফে আঁ-হযরত (সা:) কতল হইলে, নউযুবিল্লাহ তিনি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইয়া যান। এই ওয়াদার পরিপ্রেক্ষিতে আঁ-হযরত (সা:)-এর কতল সংবাদ রটনা হওয়ায়, সাহাবার মধ্যে নৈরাশ্যভাবকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতায়ালা পূর্ববর্তী আয়াতে বলিয়াছেন যে, আঁ-হযরত (সা:) সম্বন্ধে কোন একটি ভবিষ্যদ্বাণী সাময়িকভাবে সন্দেহযুক্ত বোধ হইলে কি তিনি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইয়া যাইবেন? যেখানে তাঁহার নবওতের প্রমাণের অসংখ্য দলীল বিরাজমান, সেখানে একটি ভবিষ্যদ্বাণী বিরূপ প্রতীয়মান হইলে, ভাবিতে হইবে যে কোথাও বুঝিতে ভুল হইয়াছে। তিনি মিথ্যাবাদী নহেন। তিনি মিথ্যাবাদী হইলে সকল নবীর ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার জন্য কিরূপে পূর্ণ হইল? ইহা ছাড়া, তাঁহাকে এক অপূর্ব গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছে, পবিত্রকরণ শক্তি দেওয়া হইয়াছে, দুশমনগণের উপর তাঁহাকে পূর্ণ বিজয় ও কর্তৃত্ব প্রদান করা হয় এবং তিনি আল্লাহতায়ালার সাহায্য প্রাপ্ত হন। এত সবের পর যদি কোন একটি মাত্র ব্যাপারে কাহারো কোনও সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তাহাকে মনে করিতে হইবে যে, তাহার বুঝিতে কোন ভুল হইতেছে। তিনি মিথ্যাবাদী নহেন। মোট কথা, ولكن رسول الله 'ওয়া লাকিন রসুলল্লাহ' কথা গুলির দ্বারা তাঁহার পুত্র না থাকার অপবাদকে খণ্ডন করা হইয়াছে। তিনি আল্লাহর রসুল। অতএব তিনি মিথ্যাবাদী নহেন। আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন যে বিরুদ্ধবাদীগণের যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। উপরুক্ত আয়াত ان شانئك هو الابتر আয়াতের বিপরীত অর্থ বোধক মনে হইলেও, তিনি সত্যবাদী হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কারণ তিনি আল্লাহর রসুল এবং তিনি আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে এক বিস্তারিত গ্রন্থ লইয়া আসিয়াছেন। একটি কথায় সন্দেহ হইল তাঁহার আরও হাজার হাজার পয়গামকে কোথায় ফেলিবে? 'তকওয়ার' কথা ইহা যে, যদি কোন একটি কথা আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে আসা সাব্যস্ত হইয়া যায় এবং উহা সন্দেহ জনক বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে উহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত না হওয়া। সত্য কথার তাবিল করা যায় না। যখন ভবিষ্যদ্বাণীর পর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া যায়, তখন একটি কথা বোধগম্য না হইলে, উহার ভিত্তিতে আমরা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারি না। আমাদের বুঝিবার দোষ বলিতে হইবে এবং বিষয়টিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া প্রসারিত দৃষ্টি দিয়া উহাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

৫৬। পানাহার নীতি এবং মেহমান নিওয়াযি (অতিথি সেবা)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩০৬। হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন :

"আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যমযমের পানি পান করাইয়াছি।' তিনি দাঁড়াইয়া পান করিয়াছিলেন।

['মুস্‌লিম,' কেতাবুল আশরেবাহ, বাবু ফিশ্‌-শুরবে মিন যামযামা কায়েমা,' ২-২ : ২৮৮ পৃঃ

৩০৭। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন :

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পানি পান করিতে থাকিয়া পাত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা নিষেধ করিয়াছেন। সেইরূপ, পান করিবার জিনিষে ফুঁ দিতেও নিষেধ করিয়াছেন।"

[তিমিযি; কেতাবুল আশরেবাহ বাবু কিরাহিয়াতুন নাফাকে ফিশ শারবে]

৩০৮। হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে রেশম এবং 'দিবাজ' পরিতে নিষেধ করিয়াছেন। সেইরূপ স্বর্ণ-রৌপ্য বর্তনে পানাহার নিষেধ করিয়াছেন এবং ফরমাইয়াছেন : 'এইগুলি পৃথিবীতে অন্যদের জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য হইবে।"

['মুসলিম' কেতাবু-লেবাসে ওয়ায-যিনাহ, বাবু তহরীমে ইস্তেয়মালে আনা-য়েয-যাহাবে ওয়াল ফিয্‌-যাহ ২-২ : ২১২ পৃঃ]

৫৭। পোষাক পরিচ্ছদের নিয়ম নীতি

৩০৯। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "সাদা কাপড় পড়িবে : কারণ, ইহা সর্বাপেক্ষা উত্তম লেবাস। সেইরূপ, সাদা কাপড়েই জানাযা দিবে।"

['তিরমিযি,' 'কেতাবুল জানায়েয, ১ : ১২২৮]

৩১০। হযরত উম্মে সাল্‌মাহ্‌ রযিয়াল্লাহু-আনহা বলেন যে, আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কাপড়ের মধ্যে কামিজ খুব পছন্দ করমাইতেন :

['তিরমিযি,' 'কেতাবুল লেবাস, বাবু ফিল্‌ কামিয; ১; ২০৮ পৃঃ]

৩১১। হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নতুন কাপড় পড়িবার সময় ঐ কাপড়ের নাম লইতেন যেমন পাগড়ী, কামিজ, চাদর। অতঃপর তিনি (সাঃ) দোয়া করিতেন :

'আল্লাহ আমার, তুমিই প্রশংসার হকদার। তুমি আমাকে এই কাপড় পরাইয়াছ। আমি তোমার নিকট এই কাপড়ের উপকারিতা চাহি এবং ইহাতে নিহিত মঙ্গল চাহি—ইহার ও যে ইহা তৈরী হইয়াছে। আমি তোমার নিকট পানাহ্‌ চাই (আশ্রয় চাহিতেছি) এই কাপড়ের অনিষ্ট হইতে এবং সেই উদ্দেশ্যের অনিষ্ট হইতে, যে জন্য ইহা নির্মিত হইয়াছে।"

['তিরমিযি,' 'কেতাবুল-লেবাস, ১ : ২০১ পৃঃ]

৩১২। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম রেশম পরিবার অনুমতি হযরত যুবাইর (রাযিঃ) ও হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ)-কে দান করিয়াছিলেন। কারণ ইঁহারা দুই জনেরই চুলকানি ছিল এবং এই লেবাস এই রোগে উপকারী।" ['বুখারী,' কেতাবুল লেবাস, বাবু মা ইয়ারখাসু লির-রেজালে মিনাল হারিরে লিল হাবকাহ', ১ : ৮৬৮ পৃঃ]

৪৮। নিদ্রা ও জাগ্রত হওয়ার আদব (নিয়ম-নীতি)

৩১৩। যারা বিন আযেব রাযিয়াল্লাহ আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিদ্রা গমনের জন্য বিছানায় যাইতেন, তখন তাঁহার ডান পার্শ্বে শয়ন করিয়া দোয়া করিতেন :

"আল্লাহ আমার, আমি আমাকে তোমার নিকট সমর্পন করিতেছি। আমার সব বিষয়াশয় তোমার সপোর্দ করিতেছি। তোমাকে আমার পৃষ্ঠের ভর রাখার আশ্রয় করিতেছি। তোমার প্রতি পরম চরম অনুরাগ রাখি এবং তোমাকেই ভয় করি তুমি ছাড়া আশ্রয় কোনো ঠাঁই নাই এবং কোনো অব্যাহতি পওয়ার স্থান নাই আমি তোমার এই কেতাবের উপর ঈমান আনিতেছি, যাহা তুমি অবতীর্ণ করিয়াছ এবং তোমার এই নবীর উপরও ঈমান আনিতেছি, যাঁহাকে তুমি পাঠাইয়াছ।"

('বুখারী' 'কেতাবুদ দাওয়াত, বাবুন-নাওম আলা শোক্কেল আইমান ; ২ : ৯৩৪)

৩১৪। হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু-তা'লা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাত্রিতে শোয়ার জন্য যখন বিছানায় যাইতেন, তখন এইরূপ দোওয়া করিতেন :

"আল্লাহ্ আমার, আমি তোমার নামের সাহায্যে মরি এবং জীবিত হই, (অর্থাৎ নিদ্রা যাই এবং জাগ্রত হই)।" যখন তিনি জাগ্রত হইতেন, তখন এই দোয়া করিতেন :

"সব প্রশংসা আল্লাহতায়ালার, যিনি আমাদিগকে মারিয়া জীবিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই নিকট যাইয়া সবাই একত্রিত হইব।" ('বুখারী' 'কেতাবুল আদাব, বাবু ওয়াযায়া ইলাইহে তাহ তাল খাদ্দিল ইয়ুমন ২ : ৯৩৪ পৃঃ)

৩১৫। হযরত হুযাইফা ও হযরত আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শয়নের জন্য বিছানায় যাইয়া এইরূপে দোওয়া করিতেন :

"আল্লাহ আমার, আমি তোমার নামের বরকতে জিন্দা হই বং মৃত্যু লাভ করি।" অর্থাৎ, জাগ্রত হই এবং নিদ্রা যাই। এবং যখন তিনি (সাঃ) জাগ্রত হইতেন, তখন এই দোয়া করিতেন :

"আমি সেই আল্লাহ্র হামদ ও সানা (প্রশংসা ও স্তুতি) করি যিনি আমাদিগকে মৃত্যু দেওয়ার পর পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাগমন করিব।"
('বুখারী,' কেতাবুদ দাওয়াত, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা আসবাহা ; ২ : ৯৩৬ পৃঃ) (ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুস্ সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

কুরআন করীমের সর্বদা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি

"আজকে দুই প্রকারের 'শেরেক' পয়দা হইয়াছে। যাহারা ইহাদের শিকারে পরিণত হইয়াছে তাহারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য বে-হদ চেষ্টা করিতেছে। যদি খোদা-তায়'লার 'ফজল'—তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ সাথ না দিত, তবে খোদা-তায়ালার 'বরগুজিদা' —তাঁহার অভিষিক্ত ও মনোনীত ধর্মের নাম-নেশান লোপ পাইত। কিন্তু যেহেতু তিনি ওয়াদা করিয়াছিলেন : "ইন্না নাহ্‌নু নাজ্জালনায্‌ জিক্‌রা ওয়া ইন্না লাহু লা-হাফেজুন" [অর্থাৎ, "আমরাই এই উপদেশ বাণী অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরাই ইহার সংরক্ষণ করিব"] এই ওয়াদা হিফাজত চাহে। যখনই ধ্বংসমূলক আক্রমণ অভিযান চলিবে, তখনই তিনি তত্ত্বাবধান করিবেন। খবর নিবেন। চৌকিদারের কাজ চোরকে জিজ্ঞাসা এবং অন্য অপরাধীদিগকে দেখিয়া কর্তব্য পালন। তেমনি আজকে যেহেতু সব জাতীয় ফিৎনা জমায়েত হইয়াছিল এবং ইসলাম-দুর্গের উপর সর্ব জাতীয় বিরুদ্ধবাদী, সব মুখালিফ জোরদার আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিল, এজন্য খোদা-তায়ালা আসমান হইতে এক অস্ত্র অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং ঘৃণিত শিরিক—যাহা আভ্যন্তরীণ রূপে এবং বাহ্যিক রূপে পয়দা হইয়াছিল, তাহা দূরীকরণ এবং পুনঃ আল্লাহর 'তৌহীদ ও জালাল'—একত্ববাদ ও ঐশী-গৌরব প্রতিপাদনার্থই এই সেলসেলা প্রবর্তন করিয়াছেন। এই আন্দোলন খোদা-তায়ালার তরফ হইতে। এবং আমি বড় দাবী ও নিশ্চিত জ্ঞানালোকে বলিতেছি যে, ইহা খোদার তরফ হইতে। তিনি ইহা স্বহস্তে কায়েম করিয়াছেন। ইহার প্রমাণ তাঁহার সাহায্য ও সমর্থন—যাহা তিনি এই সলসেলার জন্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং আরও প্রদর্শন করিতেছেন।"

['মলফুযাত', তৃতীয় জেলদ ৯২-৯৩ পৃঃ]

স্বাভাবিক ও প্রকৃত ঐশী প্রেম

"এক স্থানে আল্লাহ্‌-তায়ালা বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌-তায়ালাকে স্মরণ কর, যেমন তোমরা তোমাদের মাতা-পিতামহকে স্মরণ করিয়া থাক—বরং তদপেক্ষা অধিক। ইহাতে দুইটি ইশেরা। এক ত 'জেকরুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌-তায়ালাকে স্মরণ পূর্ব-পুরুষদের স্মরণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ইহাতে এই নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত যে, পূর্বপুরুষ-প্রীতি সাত্বিক ও স্বাভাবিক। দেখ, সন্তানকে মা যখন মারেন, সে তখনও 'মা' 'মা' বলিয়াই চীৎকার করে। অন্য কথায়, এই আয়াতে আল্লাহ্‌-তায়ালা মানুষকে এই শিক্ষা দিতেছেন যে, সে যেন খোদা-তায়ালার সঙ্গে প্রকৃতিসিদ্ধ স্বাভাবিক প্রেম সম্বন্ধ পয়দা করে এবং ঐ প্রেম আপনাপনি উদগত হয়। ইহাই সেই 'মারেফাত', তথা তত্ত্বজ্ঞানের মূল-মোকাম—যেখানে মানুষের পৌঁছা চাই। অর্থাৎ, তাহার মধ্যে যেন আল্লাহ্‌-তায়ালার প্রতি স্বভাবসিদ্ধ প্রেম পয়দা হয়।"

দীর্ঘ জীবনের উপায়—দোওয়া ও পরোপকার ঃ

"অন্যের জন্য দোওয়া করায় এক আজীমুসশান ফায়দা এই যে, আয়ু বৃদ্ধি হয়। আল্লাহ্‌-তায়ালা কুরআন শরীফে এই ওয়াদা করিয়াছেন যে, যাহারা অন্যের উপকার করে এবং যাহাদের অস্তিত্বে ফায়েদা আছে, যাহাদের দ্বারা উপকার হয়, তাহাদের আয়ু বৃদ্ধি হয়। যেমন, আল্লাহ্‌-তায়ালা বলেন : "আম্মা মা ইয়ান ফাউন নাসু ফাইয়ামকুসা ফিল আর্দি।"

[সূরাত আর্‌রাদ, ১৩ : ১৮]

"যাহা মানুষের কাজে আসে, তাহা পৃথিবীতে কায়েম থাকে।" অন্য সব প্রকার সহানুভূতি সীমিত। এজন্য যে বিশেষ প্রকার উপকার যাহা চলিত থাকে বলা যায় তাহা হইল দোওয়ার ফায়দা। দোওয়ার ফল অনেক সুতরাং প্রত্যেক 'আয়াত' [আয়াত অর্থ ঐশী নিদর্শন, আদেশ-নিষেধ—সঃ আঃ] হইতে দোওয়া দ্বারাই অধিক ফল লাভ করিতে পারা যায়।"

['মলফুজাত', ২য় খণ্ড ৭৪ পৃ]

"আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, আল্লাহ্‌ তায়ালা তাহাদিগকে পিয়ার করেন ও ভালবাসেন এবং তাহাদেরই সন্তান বা বরকত, কল্যাণময়, যাহারা খোদা-তায়ালার হুকুম ও আমল পালন করে। এবং এরূপ কখনোও হয় নাই এবং হইবে না যে যাহারা খোদাতায়ালার সত্যিকার আজ্ঞানুবর্তী ও ফরমাবর্দার হয়, তাহারা বা তাহাদের আওলাদ ও বংশধর ধ্বংস হয়। দুনিয়া তাহাদেরই বরবাদ হয়, যাহারা খোদা-তায়ালাকে ছাড়ে এবং পৃথিবীর দিকে ঝোঁকে। ইহা কি সত্য নয় যে, প্রত্যেক বিষয়ের দড়ি আল্লাহ্‌ তায়ালারই হাতে আছে। তাঁহার সাহায্য ছাড়া কোনো মোকদ্দমায় জয়লাভ হয় না। কোনো সফলতা লাভ হয় না। কোনো ভোগ, আরাম সম্ভবপর নয়। ধনও হয় না। কে বলিতে পারে সে যে সম্পদ রাখিয়া যাইবে তাহা তাহার মৃত্যুর পর উহা তাহার স্ত্রী পুত্রের কাজে আসিবে? এই সব কথা চিন্তা কর এবং তোমাদের মধ্যে এক নূতন পরিবর্তন পয়দা কর।" ['মলফুজাত, ৮ম খণ্ড, ২৯৭-৮ পৃঃ]

বেমিছিল মোজেযা—কুরআন করীম ঃ

"আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে 'ফাসাহত বালাগত,' তথা বাগ্মীতার ও সুবিন্যস্ত সুললিত পদাবলী উচ্চারণের জোর ছিল। একারণে তাঁহাকে কুরআন করীম এক 'মুজেযা'—অলৌকিক ও পরাভূতকারী—এই রঙ্গেই প্রদত্ত হইয়াছিল। এই রঙ এই কারণেই অবলম্বন করা হইয়াছিল যে, কবীগণকে ঐন্দ্রজালিক বাক্য প্রবর মনে করা হইত। তাহাদের কথায় এরূপ ক্রিয়া ছিল যে, তাহারা যাহা চাহিত কবেক ছন্দ পদাবলী উচ্চারণে তাহা করাইয়া নিত। এই কারণে প্রয়োজন ছিল যে, খোদাতায়ালা তাঁহার কালাম (বাণী) প্রেরণ করিতেন। সুতরাং খোদা-তায়ালা তাঁহার কালাম নাজিল করিলেন এবং সেই বাক পদ্ধতির আকারেই তাঁহার 'মুজেযা' (অলৌকিকতা) পেশ করিলেন, যখন তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন : 'ইন কনতুম ফি রাইবিম মিম্মা নাজ্জালনা আলা আবদেনা ফাতু বে-সুরাতিম মিম মিসলিহী (সুরাহ্‌ বাকারা ২ : ২৪ আয়াত)

ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله - (بقرة ع ٣)

'তোমরা যে তোমাদের ভাষাজ্ঞানের গর্ব গৌরব কর এবং লম্ফ ঝম্ফ কর, যদি তোমাদের কোনো শক্তি ও সাহস থাকে, তবে এই কালামের মুজেযা বা অলৌকিকতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিছু উপস্থিত করিয়া দেখাও।" কিন্তু যদিও তাহারা জানিত যে তাহারা কিছু তৈরী না করিলে (বিশেষতঃ ইত্যাবস্থায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বতার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে, কদাচ কিছুই তৈরী করিতে পারে না) অভিযুক্ত হইয়া লাঞ্ছিত হইবে, তবুও তাহারা কিছুই পেশ করিতে পারে নাই।"

('মলফুজাত, ৩য় জেলদ, ১৭০ পৃঃ)

অনুবাদ : এ, এইচ. এম. আলী আনওয়ার

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

জামাতের এখলাস ও নিষ্ঠা এবং খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, বন্ধুগণ লাজেমী চাঁদাসমূহের বাজেটের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হইবেন।

যদি আমরা আমাদের সামর্থানুযায়ী কুরবানী পেশ করিতে থাকি তাহা হইলে খোদাতায়ালার এই ওয়াদা আছে যে, যে ঘাটতি বা শূন্যতা থাকিয়া যাইবে, তিনি স্বয়ং তাহা পুরণ করিয়া দিবেন।

রাবওয়া (মসজিদে আকসা), ২রা এপ্রিল ১৯৭৬ইং—সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ (আইঃ) আজ জুমার খোৎবার মধ্যে আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া এই দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন যে, লাজেমী চাঁদা সমূহের আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পূর্বে বন্ধুগণ লাজেমী চাঁদাসমূহের বাজেট শুধু পূর্ণই করিয়া দিবেন না, বরং নিজেদের পূর্ব ঐতিহ্য ও রীতি অনুযায়ী বাজেটের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হইবেন এবং এই ধারায় কুরআনী ওয়াদা অনুযায়ী খোদাতায়ালার অধিকতর ফজল ও কৃপা লাভে সচেষ্ট হইবেন। খোৎবার প্রারম্ভে হুজুর এই আয়েত পাঠ করেন :

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلوة و انفقوا مما رزقنهم سرا و علانية و يدرءون بالحسنة السيئة ـ اولئك لهم عقبى الدار ٥ (الرعد ٢٣)

উক্ত আয়াতের তফসীর বর্ণনা করিয়া হুজুর বলেন যে, এই আয়াতে আল্লাহতায়ালা ঈমানের কতক বুনিয়াদী দাবী ও দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃত মোমেন রেযায়ে এলাহী লাভের উদ্দেশ্যে সবুর করে ও নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত নামায আদায় করে, এবং যাহা কিছু আমরা তাহাদিগকে দান করিয়াছি, উহা প্রকাশ্যে এবং গোপন উভয় প্রকারে আল্লাহর পথে খরচ করে। তেমনি, তাহা বদীর মোকাবেলা বদীর দ্বারা করে না বরং নেকীর মাধ্যমেই করিয়া থাকে। সে কারণেই তাহাদের জন্য উত্তম পরিণাম নির্ধারিত আছে।

হুজুর বলেন যে, মোমেনগণ তাহাদের যে সকল শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতা আল্লাহর পথে ব্যয় করিয়া থাকে, উহাদের মধ্যে বুদ্ধি, ও মেধা, নৈতিক ও দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি নিচয় এবং সময়ের কুরবানী ব্যতীত মালের কুরবানীও শামিল রহিয়াছে। আর্থিক কুরবানীর যে সকল পথ তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, উহাদের মধ্যে কতকগুলি দীর্ঘ মেয়াদী

হয় এবং বহু কালব্যাপী স্থায়ী থাকে। আবার কোন সময় এমনও হয়, যখন আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে এই দাবী আসে যে তোমাদের যথাসাধ্য শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী কুরবানী পেশ করিয়া দাও, অতঃপর যে কমী বা শুন্যতা থাকিয়া যাইবে উহা তিনি স্বয়ং পুরন করিবেন। বর্তমানে আমরাও তদ্রুপ জামানার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছি। আমরা সেই মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর জামাত, যাঁহার সম্পর্কে স্বয়ং হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌তায়ালা এই শুভ সংবাদ দিয়াছিলেন যে, এই জামাতের দ্বারা ইসলামকে দুনিয়াতে জয়যুক্ত করা হইবে।

বস্তুতঃ আমরা একটি গরীব এবং অত্যন্ত দুর্বল জামাত। দুনিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে এবং আমাদের সম্বন্ধে তাহারা মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। আমরা নিঃসন্দেহে অতি তুচ্ছ, অনু-পরমানুবৎ। আমরা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লামের জন্য মানব হৃদয় জয় করার উদ্দেশ্যে যে সকল কুরবাণী পেশ করিয়া যাইতেছি, উহা যদিও কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু যদি আমরা দোওয়া করিয়া, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া, আমাদের যথাসাধ্য শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী কুরবানী পেশ করিতে থাকি, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালার এই ওয়াদা আছে যে, যে কমী বা অভাব থাকিয়া যাইবে, তাহা তিনি স্বয়ং পুরণ করিবেন।

হুজুর বলেন, আমাদের জামাত প্রতি বৎসর মালী জেহাদের ময়দানে যেভাবে উন্নতির পর উন্নতি করিয়া যাইতেছে এবং যেভাবে তাহাদের উপর খোদাতায়ালার ফজল বর্ষিত হইতেছে, উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আর্থিক বৎসরের শেষ নাগাদ (৩০শে এপ্রিল) জামাত শুধু লাজেমী চাঁদার সাড়ে আট লক্ষ টাকার ঘাটতিই পুরণ করিবে না বরং নিজেদের পূর্ব রীতি ও ঐতিহ্যের পথে অগ্রসর হইয়া এ বৎসরও তাহারা বাজেটের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া যাইবে এবং এইভাবে তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার অধিকতর ফজল ও অনুগ্রহের অধিকারী হইবে। ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে হুজুর বলেন, কুরআনে নির্দেশিত সকল পথেই আমাদের আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহকে আকর্ষণ ও আহরণ করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে ইহার তওফিক দান করুন। আমিন। (আল-ফজল, ৩রা ১৯৭৬ ইং)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,
সদর মুরুব্বী।

কায়রো বিতর্ক ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্দরী

সুসামচারগুলির ক্রুশ বিদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিবরণ

একটি নিরীক্ষা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৪) কখন, কোন সময়ে মসিহকে গাছে টাঙ্গান হয়েছিল ?

মথি ও লুক এই সময় সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নি।

যোহন বলছেন :

"সেই দিন ছিল নিস্তার-পর্বের আয়োজন দিন : বেলা অনুমান ছয় ঘটিকা। পীলাত ইহুদীদেরকে কহিলেন, 'দেখ, তোমাদের রাজা। .....তখন তিনি যীশুকে তাহাদের হস্তে সমর্পন করিলেন, যেন তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হয়।" (যোহন ১৯ : ১৪-১৬)

তখন বেলা ছিল ছয় ঘটিকা অর্থাৎ বিকাল, যখন যীশুকে ক্রুশে টাঙ্গান হয়েছিল। মার্ক বলেছেন ভিন্ন সময়ের কথা :

"তৃতীয় ঘটিকার সময় তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিল।" (মার্ক ১৫ : ২৫)

এক রিপোর্টে আছে ছয় ঘটিকা অপরটিতে 'তৃতীয়'—কার সাক্ষ্য আমরা গ্রহণ করবো সঠিক বলে ?

(৫) একজন দস্যু না দু'জনের উভয়ই তিরস্কার করেছিল যীশুকে ? মথি লিখছেন :

"আর যে দুই জন দস্যু তাঁহার সহিত ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহারাও সেইরূপে তাঁহাকে তিরস্কার করিল।" (মথি—২৭ : ৪৪)

মার্ক লিখছেন :

"আর যাহারা তাঁহার সহিত ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাও তাঁহাকে তিরস্কার করিল।" (মার্ক—১৫ : ৩২)

এই উভয় সাক্ষ্যকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছেন তৃতীয় সাক্ষী লুক :

"আর যে দুষ্কর্মকারীকে ক্রুশে টাঙ্গান গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি নাকি সেই খৃষ্ট ? আমাকে ও আমাদেরকে রক্ষা কর। কিন্তু অন্যজন তাহাকে তিরস্কার করিয়া উত্তর দিল, তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় কর না ? তুমি ত একই দণ্ড পাইতেছ .." (লুক ২৩ : ৩৯, ৪০)

তিনজন সাক্ষীই এক্ষেত্রে প্রকাশ্য মতানৈক্যে লিপ্ত। প্রথম দু'জন দাবী করছেন যে, দস্যু দু'জনের উভয়ই যীশুকে তিরস্কার করেছিল। কিন্তু তৃতীয় জন সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, দস্যুদের একজন যীশুকে তিরস্কার করেছিল বটে, কিন্তু অপরজন তাঁহার দোষ খালন করেছিল। চতুর্থ সাক্ষী যোহন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব।

(৬) কোথায়, এবং কজন স্ত্রীলোক এই ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন ?

যোহান লিখছেন :

"... ...আর যীশুর ক্রুশের নিকটে তাঁহার মাতা ও মাতার ভাগনী, ক্লোপারের স্ত্রী মরিয়ম, এবং মরিয়ম মগদলিনী দাঁড়াইয়াছিলেন।" (যোহন ১৯ : ২৫)

লুক লিখছেন : "আর তাঁহার পরিচিত সকলে, এবং যে স্ত্রীলোকেরা গ্যালিলী হইতে আসিয়াছিলেন, দূরে দাঁড়াইয়া এই সমস্ত দেখিতেছিলেন।" (লুক ২৩ : ৪৯)

কয়েকটি স্ত্রীলোকও দূরে থাকিয়া দেখিতে ছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে মগদলিনী মরিয়ম, ছোট যাকোব, যোশির মাতা মরিয়ম এবং সালোমি ছিলেন ; যখন তিনি গ্যালিলীতে ছিলেন তখন ইঁহারা তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়া তাঁহারা পরিচর্যা করিতেন। আরও অনেক স্ত্রীলোক সেখানে ছিলেন, যাহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জেরুসালেমে আসিয়াছিলেন।"

(মার্ক-১৫ : ৪০—৪১)

মথি লিখছেন : "আর সেখানে অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন, দূর হইতে দেখিতেছিলেন, তাঁহারা যীশুর পরিচর্যা করিতে করিতে গ্যালিলী হইতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন ; তাহাদের মধ্যে মগদলিনী মরিয়ম যাকোবের ও যোশির মাতা মরিয়ম এবং জেবেদীর পুত্রদের মাতা ছিলেন।" (মথি ২৭ : ৫৫, ৫৬)

যোহন লিখছেন, তাহারা ক্রুশের নিকটে 'দাঁড়ান', কিন্তু সংক্ষেপিত সুসমাচারগুলিতে আছে—"দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। কেবল যোহানই জানেন যে, যীশুর মাতা উপস্থিত ছিলেন ; কিন্তু সংক্ষেপিত সুসমাচারগুলি জানে না। যোহন মগদলিনী মরিয়মকে দেখতে পাচ্ছেন ক্রুশের 'সন্নিকটে' ; কিন্তু সংক্ষেপিত সুসমাচারগুলি তাঁকে দেখছে বেশ দূরে। এই উভয় শ্রেণীর রিপোর্টের মধ্যে আসমান-যমীন তফাৎ। তাছাড়া, সংখ্যায় স্ত্রীলোকরা ছিলেন কতজন—তিনজন ? চারজন ? না, আরও বেশী ?

(৭) অন্ধকার কি সমগ্র দুনিয়াটাকে গ্রাস করেছিল ?

মথি লিখছেন : "পরে বেলা ছয় ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত সমগ্র দেশ অন্ধকার ময় হইয়া রহিল" (মথি—২৭ : ৪৫)

মার্ক বলছেন : "পরে বেলা ছয় ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত সমগ্র দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল" (মার্ক—১৫ : ৩৩)

লুক বলছেন : "তখন বেলা অনুমান ষষ্ঠ ঘটিকা, আর নবম ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকাময় হইয়া রহিল।" (লুক—২৩ : ৪৪)

এই সাক্ষ্য লিখিত আছে সংক্ষেপিত সুসমাচার গুলিতে। এ ব্যাপারে যোহান কিছুই বলছেন না, এবং তাঁর নীরবতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কেননা এটা তো অযৌক্তিক যে অতিরঞ্জনের প্রবণতা যার মধ্যে বেশী আখের সেই যোহানই এমন একটা বিরাট মোজেজার ব্যাপারে নীরব থেকে গেলেন। কে এই তিন ক্যবলাকান্তকে বলেছিল যে সমুদয় দেশটাই অন্ধকারে ঢাকা পড়েছিল ? তারা যেমন ছিল গবেট, তেমনি মুর্খ, নইলে তাদের ছোট গ্রামটাকেই তারা 'সমুদয় দেশ' বলে মনে করতো না। এবং তাদের গ্রামটাও অন্ধকারে ঢাকা পড়েছিল কি না, তাও প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার। কেননা তাহলে আমাদের জানতে হবে যে, তখন জেরুসালেম সত্যিই অন্ধকারে ঢাকা পড়েছিল। কিন্তু, দুঃখের বিষয় ইতিহাস এর পক্ষে কোনো সমর্থনই যোগায় না। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

তকদীর ও তদবীর

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

আদিকাল থেকে তকদির ও তদবির সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বিভিন্ন মত পোষণ করে আসছেন। এ সবের বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে যে দুটো মত মানব জীবনে প্রধান্য বিস্তার এবং সমষ্টি জীবনকে প্রভাবান্বিত করে চলেছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাচ্ছে।

সৃষ্টিতে জড় ও জীবন দুই রয়েছে। জড়ের বেলায় তদবিরের কোন কথাই উঠেনা। এ নিয়ে আলোচনাও বাড়াচ্ছিনা। একদল আছেন যারা বিশ্বাস করেন ও বলেন যে জীবনের সব কিছুই তকদিরের শৃঙ্খলে বাঁধা। নিজস্বভাবে আমদের করার কিছুই নেই। তকদির আমাদেরকে যখন যেভাবে নিয়ে যাচ্ছে আমরা সেখানে তখন সে ভাবেই উপস্থিত হচ্ছি। জীবনে তারা কর্মপ্রচেষ্টার তেমন কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। অপরদিকে দ্বিতীয়দল বিশ্বাস করেন ও বলেন যে গাছবৃক্ষ বা অন্যান্য প্রাণীর বেলায় তদবীরের স্থান না থাকলেও মানব জীবনের বৈশিষ্টই হলো সে তকদিরের বাধনকে ডিংগিয়ে তদবিরের অধিকারী হয়েছে। তার এ বাধন মুক্তি অযথা নয়। তাই মানব জীবনের সাধনা ও কর্ম প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছুর উপরে নির্ভর করা নিরেট নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, মনুষ্যত্ব অস্বীকার করারই শামেল। তাদের মতে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে নিজের উপর নির্ভর করে শ্রম ও সাধনা করে যেতে হবে। একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলেই বুঝা যায় যে দুটো মতের মধ্যেই অতিশয়োক্তি রয়েছে যার দরুণ দু'টোর মধ্যেই সত্যের সাথে ঘটেছে অসত্যের মিশ্রন।

তকদির ও তদবির দু'টোই স্রষ্টার বিধান। তাই তার সৃষ্টিতে দু'টোরই ব্যাপক ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিফলন দেখা যায়। মানব জীবনে একই সময়ে এ দু'টো শক্তি কাজ করে চলেছে। কোনটাকেই অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং দু'টোকেই আমাদের বুঝতে হবে, হৃদয়ংগম করতে হবে এবং কাজেও লাগাতে হবে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে অজানা কাল হইতে আপন কাজ করে চলেছে। জীব জগতে আসলেই আল্লাহর বিধানের তারতম্য দেখা যায়। প্রায় গাছ বৃক্ষই একই জায়গায় জীবন কাটিয়ে দেয় একই স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে খাদ্য গ্রহণ ও বংশ বিস্তার করে। তারা ভবিষ্যত বংশধরের লালন-পালন, আদর-যত্ন করতে সমর্থ নয়। কোন ব্যতিক্রম হলে তা গাছ বৃক্ষের নিজস্ব চেষ্টায় হয় না। জল বায়ু ইত্যাদি এবং অন্যান্য প্রাণী বিশেষ করে মানুষের দ্বারাই তা হয়ে থাকে। উদ্ভিদ জগত ছেড়ে কীটপতংগ পশুপাখী এদের দিকে তাকালে দেখা যায় তারা একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না। নড়াচড়া করে, উড়ে যায় বা ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন স্থান হতে তারা বিভিন্নভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে। নিজেদের সন্তানগণকে সাধ্যমত লালন করে। এদেরকে ছেড়ে মানুষের দিকে তাকালে দেখা যায় যে প্রকৃতির অধীন হওয়া সত্বেও সে বৃদ্ধি প্রসূত বিপুল সৃজনী শক্তির অধিকারী

এ শক্তি সে নিজের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় পায়নি। স্রষ্টার অফুরন্ত দানের মাঝে এও একটি। তবে তা'র সৃজনী ও অন্যান্য শক্তির (যেমন শিখবার ও শিখাবার শক্তি ইত্যাদি) বিকাশের জন্য নিজস্ব সাধনার প্রয়োজন হয়। সৃজনী শক্তির বলে সে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রকৃতির উপাদানকে নানাভাবে কাজে লাগাচ্ছে এবং নব নব সৃষ্টি করে চলেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি সহজে বোধ্য হবে। প্রাণী মাত্রেই বাঁচার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। সব প্রাণীই প্রকৃতিদত্ত খাদ্যের উপরেই একান্তভাবে নির্ভরশীল নিজস্ব চেষ্টায় খাদ্য উৎপাদন করতে পারেনা। খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও মানুষ আগুন, পানি ও মশলাদি সহযোগে যে হাজার হাজার মজাদার রকমারী খাদ্য তৈরী করছে তা অন্যান্য প্রাণীর কোন দিন কল্পনা করতে পারবে বলে মনে হয় না। অন্যান্য প্রাণীর কল্পনাশক্তি আছে কিনা তাতেও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগমুক্তির জন্য মানুষ যে কত চিকিৎসালয়, হাসপাতাল গড়ে চলেছে এর শেষ নাই। ঔষধপত্র তৈরীর ব্যাপারেও তার প্রচেষ্টার অন্ত নেই। তেমনিভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় বসবাসের জন্য ঘরবাড়ী নির্মানে, লজ্জা নিবারণ ও নিজেকে সাজানোর জন্য বেষভূষার প্রস্তুতিতে, যাতায়াতের জন্য শুধু প্রকৃতিদত্ত পায়ের উপর নির্ভর না করে রাস্তাঘাট নির্মাণ এমনকি আকাশ ছেড়ে মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার জন্য যানবাহন প্রচলনে, শিক্ষা বিস্তারে, বিদ্যালয়াদি স্থাপনে, পুস্তকাদির প্রকাশনায় অনবরত সে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলছে ফোন, রেডিও, টি-ভি, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদান। এগিয়ে চলেছে সংগঠন ও সরকার গঠনে এমনিভাবে তার জীবনে নিত্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে। কথা না বাড়িয়ে সংক্ষেপে বলা যায়, এ সবই তার তদবিরের ফল। আদম সন্তান যদি তদ্বিরকে জীবন থেকে বিদায় দেয় তবে সে তার বৈশিষ্ট হারিয়ে অন্যান্য প্রাণীর স্তরেই নেমে যাবে।

অপরদিকে একথাও অস্বীকার করার জো নেই যে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও জন্ম, বৃদ্ধি, বার্ধক্য, জরা, ক্ষয়, লয় ও মৃত্যুর অধীন। যাক সে কথা। আল্লাহ যে জীবকে যতটুকু শক্তি সামর্থ দান করেছেন তাই তার তকদির আর সাধ্য সাধনায় এ সবের বিকাশই তার তদবির।

তদবিরের শক্তিও স্রষ্টারই দান। অন্য কথায় জীবনের সম্ভাবনাকে তকদির এবং ঐ সম্ভাবনাকে সাধনার দ্বারা পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়াই হলো তদ্বির। এখানে আরো যে কথাটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন তা হলো স্রষ্টা যে প্রানীকে যতটুকু শক্তি দিয়াছেন সে শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ সাধনই স্রষ্টার ইচ্ছা। তা না করলে স্রষ্টার ইচ্ছারই বিরোধিতা করা হবে।

কোরআন পাকে আল্লাহতায়ালা মানুষকে সীমা লংঘন না করার জন্য বার বার তাগিদ দিয়েছেন। এ সীমার একটি তাৎপর্য হলো মানুষ যেন নিজের সৃজনী শক্তিকে ভুলে গিয়ে কাজে না লাগিয়ে ইতরপ্রানী এমন কি জড় পদার্থের স্তরে চলে না যায় বা ইহাকে কাজে লাগানোর নামে উচ্ছৃংঙ্খলতায় ডুবে না মরে। এ কথারই প্রতিধ্বনি দেখা যায় মসীহ

মওউদ হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর কথায়। তিনি বলেছেন "ধর্মের কাজ মানব প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো বা নেকড়ে বাঘকে ছাগল করিয়া দেখান নহে। ধর্মের চরম উদ্দেশ্য হইল সেই সব শক্তি যাহা মানব স্বভাবে রহিয়াছে ঐগুলি স্থান ও কাল উপযোগী কাজে লাগাইবার পথ প্রদর্শন করা। ধর্মের এই শক্তি নাই যে কাহারো স্বভাব-জাত গুণের পরিবর্তন ঘটায়। উহার শুধু এই অধিকারই আছে, সেই সকল গুণকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া"। (খৃষ্টান সিরাজ উদ্দিনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর)

তিনি আরও বলেছেন: "নির্দিষ্ট কোনও প্রাণীর বৃত্তি সর্বোচ্চ যে পর্যায়ে উপনীত হইতে পারে, উহাই সেই প্রাণীসৃষ্টির সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

বস্তুতঃ তকদির ও তদবিরের মাঝে সুষ্ঠ সমন্বয় সাধনের মধ্যেই আমাদের জীবনের সার্থকতা নির্ভর করছে। সমন্বয় সাধনের পথ নির্দেশ করার জনাই নবী-রসুলগণের আগমন হয়েছে। যদি শুধু তকদিরে বা তদবিরেই সব কিছু হতো তবে নবী-রসুলগণের আগমনের কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। এজন্যেই হয়ত অন্যান্য প্রানীদের মাঝে কোন নবী-রসুলের আগমন হয়নি।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের সমস্ত মজলিসের কায়েদ সাহেবানদের জানান যাচ্ছে যে, আপনাদের মজলিসে কে কখন কায়েদ ছিলেন তাঁর পূর্ণ নাম এবং কোন সালে নির্বাচিত হয়ে কত-দিন বহাল ছিলেন, তাঁদের তালিকা সত্বর খাকছারের নিকট অত্র দফতরে পাঠাবেন। কারণ বাংলাদেশ ব্যাপী সকল মজলিসের কায়েদসহ কেন্দ্রীয় মজলিসের একটি পূর্ণ রেকর্ড রাখতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেজন্য আপনাদের মজলিসের কায়েদ সাহেবদের কার্যকালীন সন উল্লেখ সহ তালিকা বিশেষ প্রয়োজন।

এ ছাড়া যে সকল মজলিস আমাদের সাথে যোগাযোগ করছেন না বা নিয়মিত মাসিক রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন না তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এখন হতে নিয়মিত মাসিক রিপোর্ট ও মজলিসের চাঁদা পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

খাকছার—
মোঃ আব্দুল জলিল
মোতামাদ
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া
৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

সংবাদ

৫৬তম সালানা জলসা উদ্‌যাপিত

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৫৬তম সালানা জলসা তিন দিন ব্যাপী ৪, বকশী বাজার রোড, দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে যথাক্রমে গত ৯ই, ১০ই ও ১১ই মার্চ রোজ শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও করমে সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এক দীর্ঘ বিরতির পর বাংলাদেশে এবার প্রথম বারের মত সালানা জলসায় হযরত আমিরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) কতৃক রাববয়া হইতে প্রেরিত চারিজন বুজুর্গ যথা—মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেব, এডভোকেট, (আমীর, পঃ পাঞ্জাব জামাত আহমদীয়া), মৌলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব; (নাজের, ইসলাহ ও ইরশাদ, সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া), চৌধুরী যুস্তর আহমদ সাহেব, (নাজের দিওয়ান) ও জনাব মুজিবুর রহমান সাহেব, (এডভোকেট, পকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট) যোগদান করেন। বাংলাদেশের প্রায় সকল জামাত হইতে এবার সর্বাধিক সংখ্যায় আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ জলসায় আগমন করেন। যদিও আল্লাহ্‌তায়ালার অপার অনুগ্রহে আমাদের কেন্দ্রীয় দ্বিতল মসজিদ ও অফিস বিল্ডিং ইত্যাদিতে মেহমানদের থাকার সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং দারুত তবলীগের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গন জুড়ে জলসা অনুষ্ঠানের জন্য সুসজ্জিত শামিয়ানা টাঙ্গানো হইয়াছিল, তবুও যোগদানকায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এ সব কিছুই যেন সংকীর্ণ ও অপর্যাপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল। আজ হইতে পচাশি বৎসর পূর্ব হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) যখন আল্লাহ্‌র আদেশে একাকী দ্বীনে-ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তখন তাঁহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা দূর দূর হইতে তাঁহার নিকট বহু লোকের সমাগম এবং জগতের সর্বত্র তাঁহার জামাত বৃদ্ধির সংবাদ দিয়া এই আদেশ নাজেল করিয়াছিলেন যে وسع مكانك —"তোমার বাসস্থান সম্প্রসারিত কর।" তদনুযায়ী প্রতি বৎসরই আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্রীয় সালানা জলসার ন্যায় জগতের অন্যান্য অঞ্চলও স্থানীয় জলসাগুলিতে আল্লাহতায়াল'র দেওয়া ঐ সকল সুসংবাদ ও ওয়াদার পূর্ণতার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতেছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

উল্লেখযোগ্য, এবার বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসায় প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সমাগম হয় এবং ইহাতে বত্রিশ জন বয়েত করিয়া সেলসেলা আহ্‌মদিয়ায় দাখিল হন। তন্মধ্যে ৩ জন মহিলা রহিয়াছেন। পরে আরও একজন মহিলা ও ৫ জন পুরুষ বয়েত করেন। উল্লেখ্য, এবার জলসায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সুব্যবস্থায় রন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর হওয়ার কারণে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাপনা অধিকতর সুশৃঙ্খল রূপ ধারণ করে।

নিম্নে জলসার অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হইল।

প্রথম অধিবেশন ঃ

গত ৯ই মার্চ রোজ শুক্রবার ব'দ জুমা বেলা ২ ঘটিকায় মৌঃ ফারুক আহমদ কর্তৃক কোরআন পাক তেলাওয়াত ও জনাব মাযহারুল হক কর্তৃত নযম পাঠের পর বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব একটি সারগর্ভ উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। তৎপর মোহতারম আমীর সাহেবের নেতৃত্ব ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে জলসার কাজ আরম্ভ হয়। জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ভিজির আলী সাহেব সমাগত অতিথিবৃন্দ সহ উপস্থিত স্রোতৃমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এরপর আল্লাহতায়ালার সীফতে রবুবিয়ত" এই মর্মে বক্তৃতা দান করেন পাঞ্জাব জামাতে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মীর্যা আবুল হক সাহেব এ্যাডভোকেট। "সীরাতে হযরত খাতামান্নাবীঈন মোহাম্মদ (সাঃ)" বিষয়ে বক্তৃতা দেন ঢাকা জামাতে আহমদীয়ার আমীর জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব। 'সীরাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)" প্রসংগে চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব। এরপর "বিশ্বের বর্তমান অবস্থা ও আহমদীয়া জামাত" এই প্রসংগে ভাষণ দান করেন রাবওয়াহ সদর আঞ্জুমান-এ-আহমদীয়ার নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ আল্লামা আব্দুল মালেক খান সাহেব।

দ্বিতীয় অধিবেশন ঃ

গত ১০ই মার্চ রোজ শনিবার বিকাল ২ ঘটিকায় মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ কর্তৃক কোরআন পাক তেলাওয়াতের মাধ্যমে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। এরপর নযম পাঠ করেন জনাব আসগর আলী খান। "কোরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য" এই মর্মে বক্তৃতা করেন জনাব আনোয়ার আলী সাহেব। "পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে যুদ্ধ ও শান্তি' প্রসংগে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ মজলিস-এ-খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব। "ওফাতে ঈসা (আঃ) ও ইসলামের পুনর্জীবন" এই মর্মে বক্তৃতা করেন আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। "হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী ও ও ইসলামের পুনর্জাগরণ" প্রসংগে বক্তৃতা দেন অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব। এরপর নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ। এ অধিবেশনের শেষ পর্বে "খতমে নবুয়তের চিরস্থায়ী আশীষ" প্রসংগে একটি সারগর্ভ ভাষন দেন আল্লামা আব্দুল মালেক খান সাহেব, নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ, সদর আঞ্জুমান এ-আহমদীয়া, রাবওয়াহ।

তৃতীয় অধিবেশন ঃ

গত ১১ই মার্চ রোজ রবিবার সকাল ৮-৩০ মিনিটে মৌঃ এ, কে, মুহিবুল্লাহ সাহেব কর্তৃক কোরআনপাক তেলাওয়াতের মাধ্যমে তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয়। তার পর নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ। "ইবাদত ও একামতে সালাত" প্রসংগে

বক্তৃতা করেন মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেব সদর মুরব্বী। "কুরবানীর গুরুত্ব" প্রসংগে আলোচনা করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী জনাব ভিজির আলী সাহেব। 'খেলাফতে ইসলামী' প্রসংগে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব। "এতায়াত ও উহার প্রয়োজনীয়তা" প্রসংগে বক্তৃতা করেন সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব। অতঃপর নযম পাঠ করেন জনাব নূরে-এ-ইলাহী। এরপর "তরবীয়তে আওলাদ ও জাতির ভবিষ্যৎ" প্রসংগে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর নাজেমে আলা জনাব ওবাইদুর রহমান ভূইয়া সাহেব। এ অধিবেশনের শেষাংশে "ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং পরমত সহিষ্ণুতা" প্রসংগে ভাষণ দেন চৌধুরী যুফর আহমদ সাহেব, নাজের দিওয়ান, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়াহ্।

চতুর্থ অধিবেশন ঃ

গত ১১ই মার্চ রোজ রবিবার বিকাল ২-৫ মিনিটে অত্র সালানা জলসার চতুর্থ তথা শেষ অধিবেশণ জনাব ক্বারী মা'ফুজুল হক কর্তৃক কোরআন পাক তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর নজম পাঠ করেন মৌঃ মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ্ সাহেব। "মুসলমানের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য" প্রসংগে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন পাঞ্জাব জামাতে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মীর্যা আব্দুল হক সাহেব এ্যাডভোকেট। তারপর" ইসলামে মতবিরোধের সূচনার কারণ সমূহ" প্রসংগে বক্তৃতা করেন এ্যাডভোকেট জনাব মুজিবর রহমান সাহেব (রাওয়াল পিন্ডি)। "হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও নিদর্শনাবলী" প্রসংগে বক্তৃতা করেন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। "সাদাকাতে মসীহ মওউদ (আঃ)" এই মর্মে বক্তৃতা দেন আল্লামা আব্দুল মালেক খান সাহেব, নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ, সদর আঞ্জুমান এ-আহমদীয়া রাবওয়া। "কাসরে সলীব ও বিগত আন্তর্জাতিক লণ্ডন কনফারেন্স প্রসংগে বক্তৃতা ও বিদায় ভাষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম জনাব মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব। এরপর দোওয়ার এলান করেন জলসা কমিটির সেক্রেটারী জনাব এ, কে, রেজাউল করিম সাহেব। সর্বশেষে ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই পবিত্র মহতি জলসার সমাপ্ত ঘটে; "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বের প্রতিপালক।"

বিদেশ যাত্রা

ঘাটুরা নিবাসী জনাব আবদুল জাহের হাজারী সাহেবের পুত্র জনাব সলিম আহমদ হাজারী অষ্ট্রিয়া উচ্চ ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্যে গত ২৮শে মার্চ ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আরও কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করার ইচ্ছা রাখেন। তাঁহার সার্বিক কল্যাণ ও কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী দোওয়া করিবেন।

ভাতগাঁ ও আহমদনগরে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২০শে মার্চ ১৯৭৯ইং মঙ্গলবার সকালে বিমান যোগে মোহতারম মৌলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব (নায়েজের ইসলাহ ও ইরশাদ) মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী, ঢাকা) সহকারে ঠাকুরগাঁ পৌঁছান। সেখান হইতে মোটর কার যোগে দ্বিপ্রহরে তাঁহারা ভাতগাঁ (দিনাজপুর) পৌঁছিলে স্থানীয় ও আশেপাশের জামাতগুলি হইতে সমাগত বহু সংখ্যক আহমদী ভ্রাতা সম্মানিত অতিথিকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা পথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া ইসলামী নারা সমূহ উচ্চারণ করেন।

ভাতগাঁ (দিনাজপুর) আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা সেই দিনই বেলা ২ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যার পূর্বাহ্ন পর্যন্ত স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত শামিয়ানার নীচে সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয় আশেপাশের অন্যান্য গ্রাম হইতেও অনেক গয়ের আহমদী ভ্রাতা জলসায় যোগদান করিয়া অতি মনোযোগ সহকারে বক্তৃতাদি শ্রবণ করেন। অনেক মহিলাও পর্দার আড়ালে থাকিয়া বক্তৃতা শোনেন। জলসার কার্যক্রম জনাব হাকিম উদ্দীন সাহেবের সভাপতিত্বে মৌঃ মনোয়ার আলী সাহেব কর্তৃক পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। তারপর মোহতারম নাজের সাহেব ইজতেমায়ী দোওয়া করান। অতঃপর শরীফ আহমদ সাহেব সুললিতকণ্ঠে নজম পাঠ করেন। তারপর ইসলাম প্রচার, কুরবানীর গুরুত্ব এবং হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ বিষয়ে যথাক্রমে বক্তৃতা করেন জনাব আবদুস সালাম, জনাব হামেদ হাসান খান সাহেব এবং মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী। অতঃপর নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ মোহতারম মৌলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব স্বীয় আকর্ষনীয় পদ্ধতিতে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। তিনি সারা বিশ্বে আহমদীয়া জামাত কর্তৃক ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কর্তৃক পেশকৃত অকাট্য ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তি-প্রমাণ ও কর্মপদ্ধতি এবং উহার সাফল্য ও সুফল বিশ্লেষণ পূর্বক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসঙ্গত তিনি স্থানীয় জামাতকে আত্মশুদ্ধি ও তরবিয়ত বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দান করেন। তিনি স্থানীয় মসজিদ সম্প্রসারণেরও আহ্বান জানান। উপস্থিত আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী উহাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাড়ে বার শত টাকা নগদ এবং কয়েক হাজার টাকার ওয়াদা সংগ্রহ হয়। সকলের মধ্যে এক নবজীবন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। সম্মানিত অতিথির উর্দু ভাষণটি সংক্ষিপ্তভাবে বাংলা ভাষায় পেশ করেন মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং মসজিদ সম্প্রসারণ সংক্রান্ত আহ্বানটি ও জোরালোভাবে তুলিয়া ধরেন। অতঃপর সভাপতি সাহেবের পক্ষ হইতে সকলের প্রতি ধৈর্য ও আগ্রহ সহকারে জলসায় যোগদান এবং সারগর্ভ বক্তৃতাসমূহ শ্রবণের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই মহতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পরবর্তী দিন ১১শে মার্চ তারিখ প্রোগ্রাম অনুযায়ী অপরাহ্ন আড়াই ঘটিকা হইতে মগরিব পর্যন্ত আহমদ নগর (দিনাজপুর) অঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপহরের পূর্বেই মোহতারম নাজের সাহেব মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ সহ সেখানে পৌঁছান। জোহর ও আসর নামায বাজামাত জমা আদায়ের পর স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব বেলাল হুসেন সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার কাজ আরম্ভ হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মৌ: আবু তাহের সাহেব। অতঃপর মহতারম নাজের সাহেবের নেতৃত্বে ইজতেমায়ী দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়। নজম পাঠ করেন জনাব শফিক আহমদ।

অতঃপর হযরত মোহম্মদ (সা:)-এর জীবনাদর্শ এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ:)-এর আবির্ভাবকাল ও লক্ষণাবলী বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে আহমদনগর জুনিয়ার হাই স্কুলের হেড মাষ্টার জনাব আবুল হুসেন এবং সদর মুরুব্বী মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ। অতঃপর মোহতারম নাজের সাহেব বহু মূল্যবান নসিহত সহ সাদাকাতে হসীহ মওউদ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে অতি মনোজ্ঞ ও সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই মহতি সভায় অনেক দূর দূরান্ত হইতে বহু গয়ের আহমদী ভ্রাতাও যোগদান করেন। তাহারা সকলেই বিশেষভাবে আবিভূত হন। আল্লাহতায়ালার ফজলে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা এই জলসা উপলক্ষে বয়াত করিয়া সেলসেলা আহমদীয় দাখিল হন। আল-হামদুলিল্লাহ।

উল্লেখযোগ্য যে, এই ব্যস্ততাপূর্ণ কর্মসূচীর সংকীর্ণ অবকাশের ফাঁকে জনাব নাজের সাহেব পার্বতীপুরের প্রবীণ আহমদী ডঃ ক্যাপ্টেন আবুল হোসেন সাহেবের সহিত তাঁহার বাসভবনে সাক্ষাত করেন এবং ১২শে মার্চ তারিখে ঢাকা মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ সহ ফিরিয়া আসেন।

মনোজ্ঞ তবলিগী আলোচনা অনুষ্ঠান :

গত ১৩শে মার্চ ঢাকা দারুত তবলীগে দ্বিতল মসজিদে রাবওয়া হইতে আগত সম্মানিত অতিথি বৃন্দের সম্মানে বিকাল সাড়ে ৪ ঘটিকায় একটি চা চক্রের আয়োজন করা হয়। উহাতে মহানগরীর বিভিন্ন শ্রেণীর দুই শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করা হয়। চা-মিষ্টান্ন আপ্যায়নের মধ্য দিয়া এক ঘন্টা ব্যাপী প্রশ্ন-উত্তরে মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে ইংরেজী ভাষায় আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, শিক্ষা, অবদান ও কার্যাবলী সম্বলিত আট পৃষ্ঠার একটি প্রচারপত্র উপস্থিত বৃন্দের মধ্যে বিতরণ করা হয়। আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র হইতে আগত চারিজন বিশিষ্ট আলেমের সারগর্ভ বক্তব্য শ্রবণে সকলই সবিশেষ উপকৃত হন।

বিদায় এবং মজলিসে মোশাওয়ারতে যোগদান :

উল্লেখযোগ্য, রাবওয়ার চারিজন বুজুর্গ গত ৬ই মার্চ ১৯৭৯ তারিখে ঢাকায় আগমন করেন। বিমান বন্দরে ঢাকা, তেজগাঁও নারায়ণগঞ্জ বহু সংখ্যক আনসার, খোদাম ও আতফাল তাঁহাদের সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ২৪শে মার্চ তাঁহারা বিমান যোগে করাচী প্রত্যাগমন করেন। মার্চের ৩১ ও এপ্রিলের ১লা ও ২রা তারিখে রাবওয়ার অনুষ্ঠিতব্য জামাত আহমদীয়ার মজলিসে মুশাওয়ারতে যোগদানের উদ্দেশ্যে একই তারিখে বাংলাদেশের জমাত আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেবও সমাগত অতিথিবৃন্দের সঙ্গে একত্রে রওয়ানা হইয়াছেন। ঢাকা বিমান বন্দরে বহু আহমদী তাঁহাদের বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য উপস্থিত ছিলেন। মুশাওরতে যোগদানের উদ্দেশ্যে জনাব ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়াও গত ২৭শে বিমান যোগে রওয়ানা হইয়াছেন।

সংকলন : মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

ময়মনসিংহ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩য় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়'লার অশেষ ফজল ও করমে বিগত ১৩ই মার্চ—১৯৭৯, রোজ মঙ্গলবার ময়মনসিংহ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তৃতীয় সালানা জলসা সদরের চারজন বিশিষ্ট বুজুর্গসহ বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেবের উপস্থিতিতে সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে—আল হামদুলিল্লাহ।

উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রবীন সদস্য মোহতারম জনাব মৌঃ আবুল হুসেন রেজিষ্ট্রার সাহেব। মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী সাহেবের কোরআন তালওয়াতের মাধ্যমে জলসার প্রোগ্রাম শুরু করা হয় ও তারপর মৌঃ হাবিবুল্লাহ সাহেব মসীহ মওউদ (আঃ)-এর লিখিত একখানা নযম পাঠ করে শুনান। ময়মনসিংহ জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব জকি উদ্দিন আহমদের উদ্বোধনী ভাষণের পর রাবওয়া থেকে আগত বুজুর্গদের আমীরে কাফেলা মোকাররমী জনাব মীর্যা আতুবুল হক সাহেব বক্তৃতা ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে জলসার প্রোগ্রাম শুরু করা হয়। অতঃপর মৌলবী মোঃ বদিউজ্জামান ভূঞা সাহেব চ্যায়ারম্যান জলসা কমিটি সদরের মোমায়েন্দা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জলসায় উপস্থিত বৃন্দ ও মোয়াজ্জেজ মেহমানদেরকে স্বাগত জানাইয়া ভাষণ দান করেন। তারপর আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব, কোরআনের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, খতমে নবুওত ও আহমদীয়া জমাত, সিরাতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ), বর্তমান বিশ্ব ও আহমদীয়া জামাত প্রভৃতি বিষয়ের উপর ঈমান আফরোজ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্বজনাব মোকাররমী মীর্জা আবুল হক সাহেব আমীর জামাত আহমদীয়া, পাঞ্জাব, আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী প্রেসিডেন্ট সেলবরর্ষ, মোকাররমী মুজিবুর রহমান সাহেব এডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট, পাকিস্তান, মোকাররমী চৌধুরী মুহুর আহমদ সাহেব, নাজের দেওয়ান, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়াহ ও মোকাররমী আল্লামা আব্দুল মালেক খান সাহেব, নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়াহ, পাকিস্তান। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণের পর সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ও মাগরিব ও এশার নামায মসজিদে বাজামাত জমা আদায় করা হয়।

সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে পাকিস্তান থেকে আগত মোয়াজ্জেজ মেহমানদের সম্মানে ময়মনসিংহ জামাতের পক্ষ হইতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অতিথিশালয়ে এক বিশেষ ভোজ সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত ভোজ সভায় জামাতের প্রেসিডেন্টের তরফ হইতে আমন্ত্রণপত্রের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের বিশিষ্ট প্রফেসার বৃন্দকে, পত্রপত্রিকার সংবাদিক বৃন্দকে, বিশিষ্ট এডভোকেট, ইঞ্জিনিয়ার ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রায় শতাধিক ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত করা হয় ও তাঁহাদের অধিকাংশই ভাগতে যথাসময়ে যোগদান করেন।

রাত্র ১০-ঘটিকায় আমন্ত্রিত মেহমানদিগকে খানা পরিবেশনের পূর্বে, সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকা থেকে স্থানীয় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সহিত কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় অতিথিশালা অডিটরিয়ামে পাকিস্তান থেকে আগত কেন্দ্রীয় আহমদী প্রতিনিধিবৃন্দ সদাকাতে মসীহে মওউদ (আঃ) ও আহমদীয়া জামাত প্রসঙ্গে প্রশ্ন-উত্তরে এক জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় মিলিত হন। অতঃপর রাত্র ১০-00 ঘটিকায় উপস্থিত প্রায় শতাধিক মেহমানকে পলাণো আপ্যায়িত করা হয়। উক্ত আলোচনায় আল্লাহতায়ালার ফজলে ময়মনসিংহ শহরসহ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে ও শুভ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে। বন্ধুদের কাছে খাছভাবে দোওয়ার আবেদন করছি যাতে করে ময়মনসিংহ জামাতের তায়েদাত বর্ধিত হওয়া সহ জামাতে আহমদীয়ার সার্বিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়—আমীন।

সংকলন : জকি উদ্দিন আহমদ
প্রেসিডেন্ট আঃ আঃ ময়মনসিংহ।

বিশেষ সার্কুলার

জনাব প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী/মোয়াল্লেম সাহেব,

স্থানীয় আহমদীয়া জামাত সমূহ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

ইতিপূর্বে সার্কুলারের মাধ্যমে জানানো হইয়াছে যে, চলতি সালের বরাদ্দকৃত লাজেমী চাঁদা আদায়ের শেষ তারিখ ৩০শে এপ্রিল, ১৯৯ইং।

আশা করি, আপনি আপনার স্থানীয় জামাতের বন্ধুগণের নিকট হইতে তাঁহাদের দেয় চাঁদা সম্পূর্ণভাবে আদায়ের চেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। বাজেটের পুরা টাকা আদায়ের জন্য হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর আদেশ পালন করিয়া আল্লাহ্‌ত য়ালার অশেষ কল্যাণের অধিকারী হউন। জামাতের সকল ওহদেদার এবং মোহাচ্ছেলগণকে সঙ্গে লইয়া আপনি সকাল ও সন্ধ্যায় অক্লান্ত ভাবে মেহনত করিয়া প্রত্যেক মেম্বারের নিকট গিয়া সমস্ত দেয় চাঁদা উসুলের জন্য যত্নবান হউন।

আদায়কৃত সমুদয় টাকা আগামী ১০ই মে'র মধ্যে ব্যাংক ড্রাফট কিংবা মনি অর্ডার যোগে প্রেরণ করিয়া আল্লাহতায়ালার রেযা হাসেল করুন।

এই প্রসংগে হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর পয়গাম "আপনারা যদি ধনী হইতে চান, তবে বেশী চাঁদা দিন।"—সকলকে স্মরণ করাইতেছি। আল্লাহতায়ালা আপনাদের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন। ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার—
মোহাম্মদ
আমীর,

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া,
৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা—১

কাদিয়ান যাত্রা

জনাব এ, কে, রেজাউল করীম সাহেব গত ২৬শে মার্চ কাদিয়ান যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সফর বা-বরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

আহা, আমাদের প্রিয় ব্যারিষ্টার

(১) খোদার দেওয়া এ-জিন্দেগী বরবাদ করার নয়
খোদার এবাদতের তরেই নাই কোন সংশয়।
শামসুর রহমান আহমদীর জিন্দেগী সফরনামা
আনবে কত নূতন দৃশ্য দীর্ঘ পরিক্রমা।
চলছে একা এক কাফেলা চলন্ত নিশ্চল
একাই একশ আহমদী শিষ্য সদল বল।
অভয় বাণীর যাত্রা পথিক পৃথিবীর এতীম
"ও-তাওয়াক্কুল আলাল্লাহে আজিজুর রহিম।"

(২) মুখালেফাতের তরঙ্গে ভেসেও শেষে পেলেন কূল
হয়রান হয়ে শত্রু দেখে তাদের তদবীর ভুল।
সহরতলী দমদমে এক বানালেন আশ্রম
দরসে কোরআন দ্বীনের তবলীগ চলিল হরদম।
মাতা পিতা ভাই বেরাদর সকল সংসার বোঝা
সকল বান্দাহ দ্বীনের পথে পথ দেখিল সোজা।
পদব্রজেও অফিস যাওয়া কলিকাতায় স্থিত
সকাল সন্ধ্যায় আঞ্জোমনে হাস্য-মুখে হাজির

(৩) মেহেন্নতের জিন্দেগী তাঁর অধ্যবসায়-নীতি
জীবন পথে পরাস্ত হত সকল বিঘ্ন ভীতি।
হঠাৎ মাথায় চেঁপে বসল করতে ব্যারিষ্টারী
খোদার বান্দা সাহসে দিলেন সাত সমুদ্র পাড়ি।
আলু আণ্ডা ভক্ষণে তাঁর কঠিন অধ্যায়ন
গীর্জ্জা নগরে মসজিদের ছাত দেখিল লণ্ডন।
আল্লাহ নির্ভর আহমদী এখন কানুন বিশারদ
বাসে চড়ে স্বদেশে যাত্রা : আল্লাই সম্পদ।

(৪) গ্রীস দেশেতে পথ হারিয়ে কেউ বুঝে না ভাষা
মাহদী সেনার বুকে কখন জাগবে কি নিরাশা।
ইরান আফগান সফর শেষে পৌঁছিলেন রাবওয়া
হুজুরের জেয়ারতে হাসিল সকল চাওয়া পাওয়া।
নিভৃত এক কানন কুঞ্জে নিবাস তাঁর 'কল্লোল'
আহমদীদের মিলন জাগাত আনন্দ হিল্লোল।
মক্কেলগণ এসে তাজ্জব, ব্যারিষ্টার দরবেশ
মেহমান নওয়াযির দস্তরখানে আজব পরিবেশ।
আবার দেখি ঘর সংসারী চলন্ত মুসাফির
সালানা জলসাতেও হের খামুশে হাজির।
সরলতার, মানবতার আহমদীয়াতের পথে
পরবর্ত্তিগণ তাঁর আদর্শে জাগুক ভালমতে।

—চৌধুরী আবদুল মতিন

শোক সংবাদ

(১)

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই মর্মান্তিক সংবাদ জানান যাইতেছে যে, বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার প্রবীণ আহমদী ব্যারিষ্টার শামসুর রহমান সাহেব, এল. এল. বি (লণ্ডন) বার-এট-ল বিগত ৯ই মার্চ ১৯৭৯ই শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরে তাঁহার তেজগাঁও বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

মরহুম বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিভিন্ন পদে কর্মরত এবং তেজগাঁও জামাতের দীর্ঘকালীন প্রেসিডেন্ট হিসাবে বহুবিধ খেদমত করার তৌফিক লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি ৪ পুত্র, ৪ কন্যা ও শোকাতুরা স্ত্রী এবং নাতি-নাতনী ও বহু বন্ধু-বান্ধব রাখিয়া যান। ৬১ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল ত্যাগ করেন। আল্লাহতায়ালা মরহুম রুহের মাগফেরাত করুন, জান্নাতুল ফিরদৌসে উচ্চস্থানের অধিকারী করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে ধৈর্যধারণের তওফিক দিন। আমিন।

উল্লেখ্য রাবওয়া হইতে আগত বুজুর্গ ন ও বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর সাহেব সহ জলসায় আগত বহু আহমদী মরহুমের জানাজার নামাজে শরীক হন। মৌলানা আবদুল মালেক খান সাহেব জানাযা পড়ান এবং আহমদপুর গোরস্থানে দাফন কার্য শেষে ইজতেমায়ী দোয়া করান।

(২)

অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই শোক সংবাদ জানান যাইতেছে যে, খন্দকার আব্দুল হাফিজ সাহেব ৭৫ বৎসর বয়সে ২২শে মার্চ ১৯৭৯ ইং বৃহস্পতিবার মিরপুর ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত সালার গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। হিজরত করিয়া ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তানে আসিয়াছিলেন। তিনি কাদিয়ানে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের পর কিছুকাল জামাতের মুয়াল্লিম হিসাবে খেদমত করার তওফিক লাভ করেন। অত্যন্ত বিনয়ী মিষ্টভাষী ও সেলসেলার সকল তাহরীকে অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

তিনি ৪ কন্যা, একমাত্র পুত্র এবং স্ত্রী ও নাতি নাতনী রাখিয়া যান। আল্লাহতায়ালা মরহুমের রুহের মাগফিরাত করুন, দারাজাত বুলন্দ করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে ধৈর্য ধারণের তওফিক দিন।

উল্লেখ্য, মরহুমের জানাজার নামাজ মরকজ হইতে আগত বুজুর্গ মোহতারম মির্যা আব্দুল হক সাহেব পড়ান। মিরপুরে অনুষ্ঠিত উক্ত নামাযে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর সাহেব সহ বহু আহমদী শরীক হন।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor